

±২০ Hz / (হিমদশা)

8 Khz Pressure





Kalakendra
9/4, Block-D
Lalmatia
Dhaka 1207
Bangladesh



-300 Hz Wishing Stone

The fervour of a zeitgeist where time past, present and future are contained in a 'block'; where people traverse/dwell in multiple geopolitical spaces all at the same time: moreover, the personalized, dialogical logic of a pervasive social phenomenon, aka 'information groundswell' renders each a producer and a consumer participating in a cultural shift by forging new connections "among dispersed media content" –all of it– informs the exhibition entitled, "**±20 Hz/(freezing)**".

Juxtaposing diverse materials, playfully upending their known relationships, Murshed Jahangir dives into the very workings of our existence. These art-objects/acts embody Jahangir's own reading into the chaos and choreography of time-space-mind-matter—continuously shifting in pitch, in rhythm, in momentum, in ratio—to emerge within the realm of a dialogic interplay. He negotiates his own 'cognitive dissonance' resulting from having to endure internal/interpersonal conflicts, mindless societal discrepancies and political megalomania played out on the world stage by infusing a trail of disjunctive meanings into the seemingly irrational, critically provocative works that appear before us in the form of an unorthodox intermedial/intertextual mind-matter experiments.

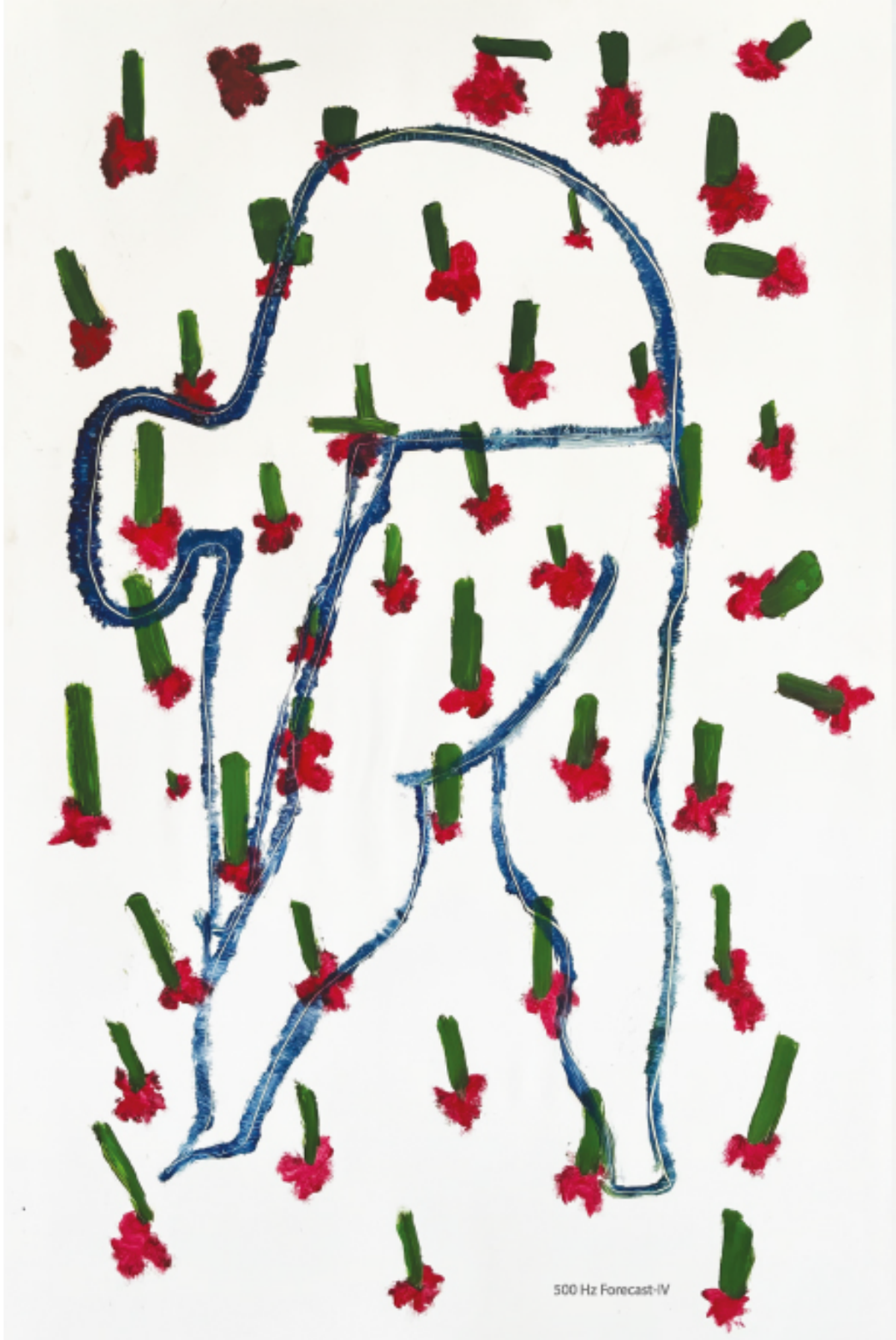
Expanding on Bergsonian *élan vital*, Elizabeth Grosz argues,

Life, that excess within matter that seeks to extend matter beyond itself and its present forms, is not the 'origin' of the virtual but rather one of its modes of actualization, the potentiality of matter itself, insofar as matter is the material of life as well as non-life.

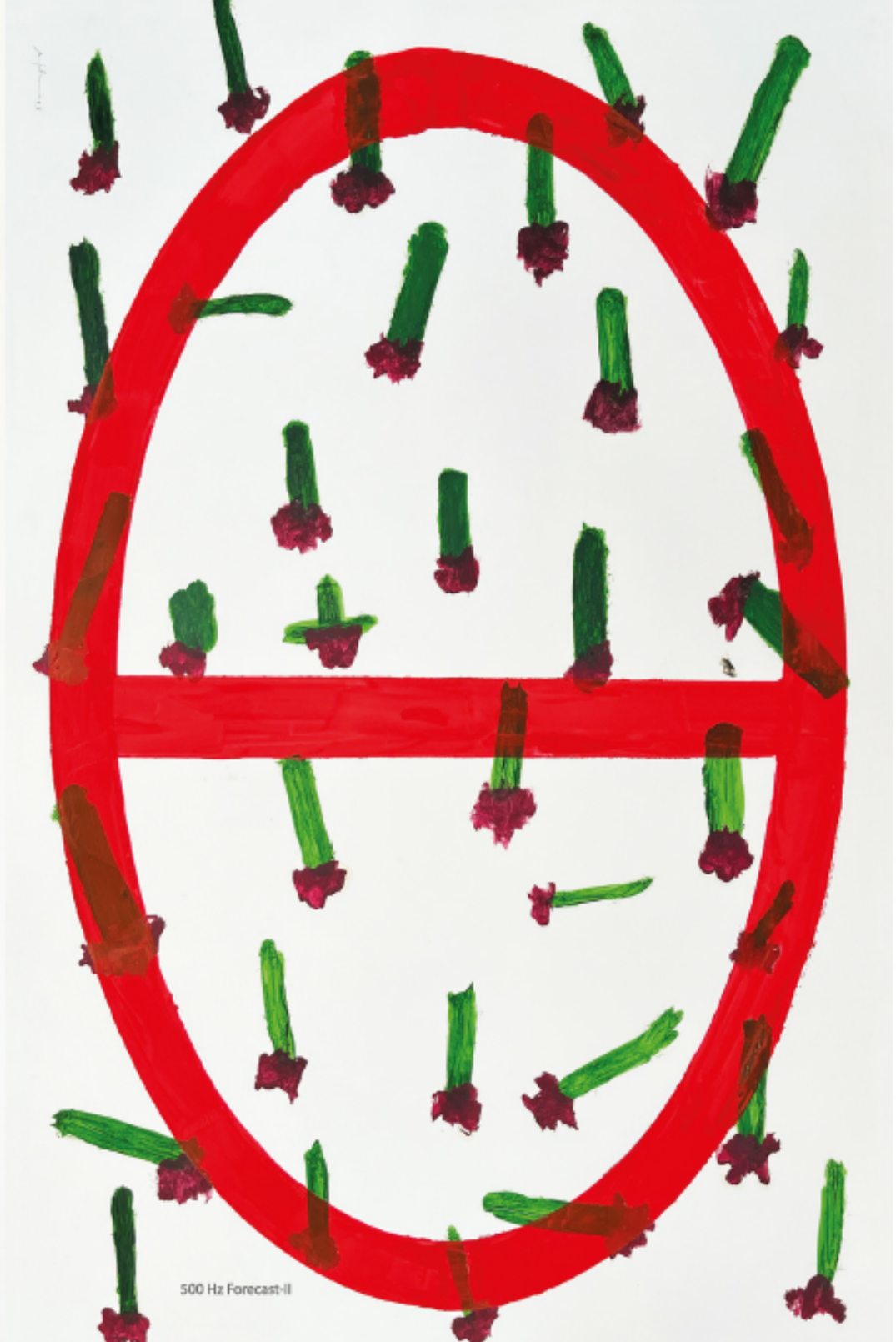
In addition to this observation which aligns with the central thrust of this exhibition, we summon Comay and Ruda's provocative *dash* (punctuation mark). Hinging on its semantic openness, it is an invitation to unravel various closed circuits of 'knowing', in this case, premeditated assumptions around the trope of experientiality. Inspired by the spirit of the *dash*, or if one may, Murshed Jahangir's drawings-tree-dimensional objects-kinetic sculptures- installations-video work-sonic work-text- proposes to plumb the depths of experience by suspending one's primacy of consciousness so as to unleash a freedom for the very experience to 'sound out', unaided.

When the ear picks up the sub-sonic arising out of the hidden labyrinth of the earth's trauma, we freeze in disbelief/disgust; and hasten to 'unground' ourselves from the "sources of the self"—here, Jahangir transgresses sociohistorical positions with the help of sardonic humour. And the resultant body of works is transposed with traces of dismantled human anatomy indicating a dethroning of 'centrism'. It's gaps and fissures and porosity become a window onto the world, unravelling itself in dashes ad infinitum toward change indefinable.

Sharmillie Rahman
Writer, curator



500 Hz Forecast-IV



500 Hz Forecast-II





চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনে সত্যকে জানা যায় পুরোপুরি? কিংবা আরও প্যাঁচ কষে যদি জিজ্ঞাসা থাকে সত্যের সংজ্ঞা আদৌ অভিজ্ঞতার আকরেই কি নির্ধারিত? অথচ অভিজ্ঞতাবাদীদের দৃঢ়মূল চিন্তা এটাই যে, ইন্দ্রিয়গত সকল জানাতেই অবশেষে সত্যের চূড়ান্ত রূপ ধরা দেয়। কিন্তু এমন ইন্দ্রিয়নির্ভর জানা বোঝার বাইরে তাহলে সত্যের ব্যাখ্যা কিভাবে, কোথায়, কেমন? সত্য কি আদৌ স্থান-কাল নিরপেক্ষ? দুনিয়াবিতে আমাদের জানা-বোঝা নিয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত কোন 'অভিজ্ঞতা' নাই থাকতে পারে; কিন্তু এমন অনেক দশাও আছে আমরা যখন জানিনা যে আমরা আদপেই 'কী' জানিনা, তখনই অজ্ঞানতার এমন এক পরিমণ্ডলে আমরা থাকি যখন কোন প্রচ্ছন্ন নিয়ন্ত্রণের তীব্র ফলাফলও চক্ষু-কর্ণের কোটর বা কুহরে ধরা পড়ে না; অথচ চাওয়া বা চিন্তার তোয়াক্কা না করেই অকপীলায় অনুমোদন আসে; অতঃপর ইন্দ্রিয়াতীত কোন ইশারায় অজান্তেই প্রবেশ করি মননের গহীন মেটাভার্সে।

কথাগুলো আপাত সস্তা কাব্যিক হেঁয়ালির মতন হলেও অনেকটা এধরনের 'আর্ট'এর প্রপঞ্চেই আমাদের একুশ শতকীয় সম্মতি, ইচ্ছা, লালসা এমনকি ব্যক্তিত্বের বিচিত্র কাঠামোর উৎপাদন চলে; জীবন্ত জম্বির মতন চলে বাজারি বিশ্ব-মচ্ছব; ভোক্তা কিংবা ভোগ্যের পরিচয় গুলিয়ে ফেলা অজানার সেলিব্রেশন। অনেকটা এমনই শ্রাব্যতার সীমার বাইরের অজস্র ফ্রিকয়েন্সি যেমন মানুষের অজানা; আছে, কিন্তু অনুভবের বাইরে। শ্রুতি-তরঙ্গ ছাড়িয়েও এমন অজস্র শাব্দিক হার্জের মতই আমাদের অচেতনকে অধিকার করে চলা বহু ফলও স্রোত ধীর আর অজান্তে বদলে দিতে থাকে আমাদের মনোজগৎ। তবুও, 'আমি জানি আমি কী জানিনা' চিন্তার দশায় থাকা কিছু সচকিত মানুষের কাজে আর চর্চায় থাকে তার তত্ত্ব-তালাশ। খুব একটা স্বীকৃত না হলেও অপরাপর বহু চর্চার মতই শিল্পচর্চাও যেহেতু জ্ঞানতাত্ত্বিক বোঝাপড়ার ফসল তাই অনুঘাটিত কিছু সত্য এই তালাশের ফলাফলে হাজির হয় কিছু ব্যক্তিক অভিব্যক্তির প্রকাশে। শিল্পী মোর্শেদ জাহাঙ্গীরের চর্চায় আছে শ্রাব্যতার সীমার বাইরে থাকা তরঙ্গকে ধরবার মতই 'না-জানা' অচেতন দশাকে তাঁর একান্ত সাবজেক্টিভ ভঙ্গিতে প্রকাশ করার স্পৃহা যা নিয়েই তাঁর '±২০ Hz/(হিমদশা)' প্রদর্শনীর আয়োজন।

মেজাজে বা কারিপরি কুশলে শিল্পী মোর্শেদ একজন ভাস্কর। ফলে তাঁর এই প্রদর্শনীর উপস্থাপনের গোটা দৃশ্যপট থেকে ফর্মগুলো বা ড্রইঙগুলোকে বিযুক্ত করে এককভাবে প্রতিটি ধরে ধরে পর্যবেক্ষণের বা রসোপভোগের একটা অবকাশ থেকে যায় বেশ ভালোভাবেই। কোন সুনির্দিষ্ট স্টাইল ধরে সিরিজের সংখ্যা বৃদ্ধির একঘেয়ে ক্লিশে প্রবণতার প্রশ্রয় নেই। সেখানে লক্ষ্য করা চলে ভাস্কর্যসুলভ ড্রইং কিংবা দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক আঙ্গিকের মাঝে কিছু অরগানিক, কিছু জ্যামিতিক ফর্মের এক সংকর উপস্থাপন বজায় রয়েছে; কিছু ফর্মের এই অবস্থিতিকে অর্গানো-জিওম্যাট্রিক একধরণের আদল হিসেবে বিবেচনা করা যায়। আধা জ্যামিতিক এসকল ফর্মের খুব মিনিমাল এবং স্পর্শকাতর প্রকাশে একধরনের দ্যোতনা থেকে যায় শহরযাপনের অস্থির বা স্থির অভিজ্ঞতার। ড্রইং সহ ভাস্কর্যগুলোকে ঘিরে স্পেসের ডিজাইন আর বোঝাপড়া এখানে প্রায়ই প্রথাগত নন্দনের বাইরে বিচরণ করে সঙ্গীতের আড়া ঠেকার মত, কিন্তু মোটের ওপর ছন্দকে ভেঙে এনার্কিক হয়ে ওঠার স্পর্ধা দেখায় না তা।

শিল্পী মোর্শেদ এসকল ফর্ম যে কেবল আবেগী সকল অনুভবের ঐশী তাড়নায় পাওয়া সেটা বলা পুরোপুরি সঙ্গত নয়। কেননা এর দৃশ্যরূপে স্পষ্ট না হলেও পরোক্ষ স্পন্দন মেলে বিগত শতকের পশ্চিমা দাদাবাদী আন্দোলনের, যেখানে এর অন্যতম মুখপাত্র মার্শাল দ্যুশাম্প ফাউন্ড অবজেক্ট বা অনিয়তভাবে খুঁজে পাওয়া, কুড়ে পাওয়া কোন বস্তুকেই হাজির করছেন প্রদর্শনীকক্ষে শিল্পবস্তুর মর্যাদা ঘোষণা করে। উপযোগিতার কনট্যাক্ট বা কর্মের বিষয় থেকে বস্তুকে বিযুক্ত করে তার স্বতন্ত্র সত্তায় উপস্থাপন এক বিশেষ মনোভঙ্গির ফসল যা প্রাসঙ্গিক থাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্যায়ে সভ্যতা আর আধুনিকতার আন্তমন্ত্রে এনলাইটেন্ড মানবতার প্রতি তীব্র অনাস্থায়। অংক শেখানো আর্টের সামাজিক বিষয়ীকরণ প্রক্রিয়ার প্রতি তা এক প্রবল বিদ্রুপ। আরও প্রায় তিন যুগেরও পর নিও লিবারাল অর্থব্যবস্থার ক্যানভাসিংয়ের প্রাক্কালে আমরা ফ্লাক্সাস আর্ট মুভমেন্টে দেখি এই কনটেক্সট থেকে বিযুক্তিকেই নতুন মেজাজে প্রশ্নবিদ্ধ করে স্যাটায়ার বা অবদমনের চিৎকৃত দৃশ্যরূপকে সামনে নিয়ে আসতে, হ্যাপেনিং বা অভিনয়ধর্মিতার ঢঙে। এখানে শিল্পী মোর্শেদ নিজের সময় এবং পরিসরের প্রাসঙ্গিকতাকে আমলে নিয়েও তাকে অতিক্রম করার তাড়না পেয়েছেন তাঁর দিনযাপনে নাগালের মাঝে বুঝে পাওয়া নানা বস্তুর রূপের বিন্যাসে, যেটাকে ফাউন্ড অবজেক্ট নিয়ে প্লেফুল থাকার উৎসাহজাত বলেই বিবেচনা করা যায়। বস্তুর উপরিতলের টেকচার থেকে শুরু করে স্বভাবধর্মকেও নিজের পছন্দ বা দেখতে পাবার আদলে রূপান্তর করে চলেন মোর্শেদ ক্রমাগত। এভাবে অবধারিতভাবেই এসকল বিন্যাসের গতানুগতিক ঢঙকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বা প্রতিবিন্যাস ঘটিয়েছেন তিনি।

শিল্পী জাহাঙ্গীর তার সমসময়কালের সমাজ-ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরার মাঝে পরোক্ষভাবে শরিক হয়েও নিজের এই যুক্ততাকে অনায়াস দক্ষতায় অতিক্রম করে যান তার শিল্পবস্তুগুলোর মৃদু-পরিহাসতরল উপস্থাপনের ভঙ্গিতে। তাঁর কাজের স্বগত স্পেস আর দৃশ্যরূপ হাজির থাকে ভাস্কর্য, কাইনেটিক অবজেক্ট, ড্রইং কিংবা অর্গানো-জিওম্যাট্রিক কোন আদলের সন্নিবেশে তৈরি হওয়া স্পেসে। সমাজ, পরিসর মানুষের সম্পর্ক আর যাপনের গভীরে ক্রিয়া করা রাজনীতির সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের হদিস মেলে প্রাণি কিংবা দেহভঙ্গির নানান রূপকে, আদল কিংবা সম্পর্কের নানা ফর্মে।

এসব বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক কেবল রূপকের কাব্যিকতা দিয়েই দায় সারে ব্যাপারটা এমন নয় পুরোপুরি। কেননা শিল্পে অন্তর্নিহিত কাব্যিকতার রসাস্বাদন ব্যক্তি বিশেষে প্রায়ই এমনও ভিন্ন হয় যখন শিল্পীর চিন্তাকেও তা অস্বীকার করতে পারে; সেই সম্ভাবনার পুরো নির্যাস তাঁর ফর্ম-স্পেসের বনিয়াদে বর্তমান আছে বা তা থাকেও। তারপরও বলা যায় সিস্টেমিক অজানার বিপরীতে ছুঁড়ে দেওয়া উদ্ধত কোন চ্যালেঞ্জ নয়, তাঁর স্থান বা সময়ের কোন বিশেষ কনটেক্টকে আলিঙ্গনেও উৎসাহী নয়, বরং সমাজ-সময় পরিসরের মাঝে বিজড়িত থেকেই সাবজেক্টিভ প্রকাশভঙ্গিতে উন্মুখ এই চর্চা, সময়-পরিসরের প্রপঞ্চের সাথে তার চোরা কাউন্টার সংলাপে।

ধীমান সরকার
শিক্ষক ও শিল্প-লেখক



A. A-n-e-u-p-l-o-i-d-y 999 Hz
B. 500 Hz Forecast
C. 14 Hz Horizon
D. 3 Khz Meta-morph
E. 365 Hz Compression
F. 3 Khz Meta-morph
G. Dissected 30 Khz Body

Out-of-hearing frequency is like out of seeing, out of feeling, and so on and so on.
Here, the question has risen of capability of hearing, seeing, feeling... and how it's waning????



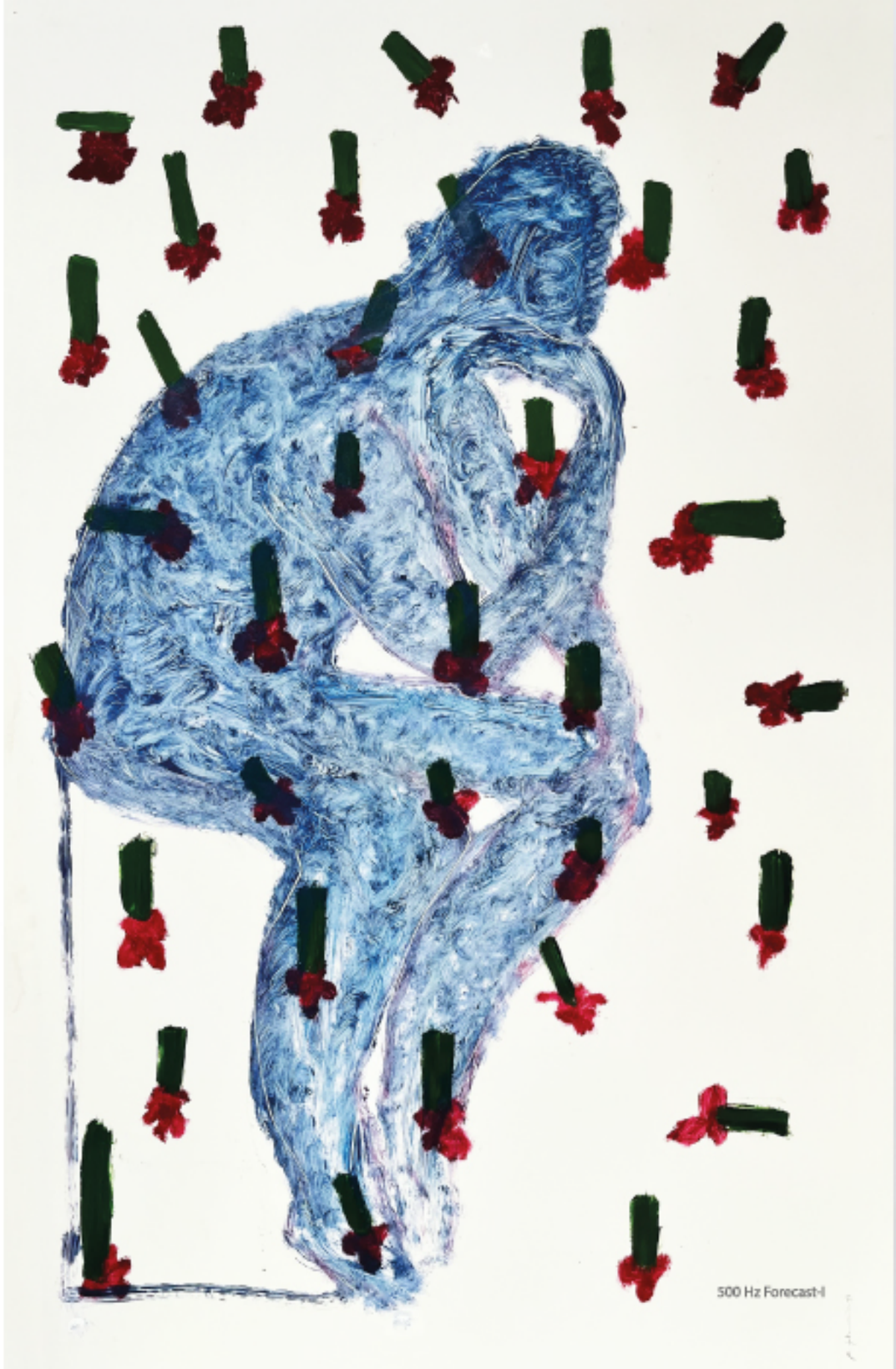
5940 Hz Shift

365 Hz Compression
80 Hz Song
-180 Hz Open Eyed









500 Hz Forecast-I



50 Khz Meltdown



Seven n half Khz Speed

Murshed Jahangir (1970)

Education
2009- BFA, University of Development Alternative (UODA), Dhaka, Bangladesh
Solo Exhibition
2023- "±20 Hz/(freezing)", Kalakendra,Dhaka, Bangladesh
2022- "It's a panic or truth. Come and say good bye", Open Studio Exhibition.
2017- "Bright side of the moon", Cafe Reeli, Dhaka
Group Exhibition
2021- "Future beyond self", Kalakendra, Dhaka, Bangladesh.
2020- "In (and out of) the stones of our minds", Dwip Gallery, Dhaka, Bangladesh.
2019- "Neighbourhood", Artist residency in Chader Haat, Kalkatta, India.
2018- 4th National sculpture exhibition, Dhaka, Bangladesh.
2017- 22nd National art exhibition, Dhaka, Bangladesh.
2017- "The Feel of Things (Action required)", Bangladesh Shilpakala Academy, Dhaka, Bangladesh.
2016- Showni Mongol Adda, Dhaka, Bangladesh.
2014- 16th Asian Art Biennale art exhibition, Bangladesh Shilpakala Academy.
2013- 12th anniversary group art exhibition University of Development Alternative (UODA), Bangladesh Shilpakala Academy, Dhaka, Bangladesh.
2008- 3rd Annual art exhibition, University of Development Alternative (UODA), Bangladesh Shilpakala Academy, Dhaka, Bangladesh.
Award
2021- 5th National sculpture exhibition, Dhaka, Bangladesh.
2020- "Future beyond self", Goethe Institute, Dhaka, Bangladesh.
Project
2017- Open-air sculpture project, a public art in Dhaka, Bangladesh.
2015- Open-air sculpture project, a public art in Dhaka, Bangladesh.
Workshop
2017- Sound workshop by Susan Philipz, Samdani Art Foundation, Bangladesh.
2016- PIXELATION 5 workshop, Britto Arts trust, Dhaka, Bangladesh.

For further works, please visit www.murshedjahangir.com
Email: murshedjahangir@yahoo.com

±20 Hz/(freezing) / Murshed Jahangir / Curator: Sharmillie Rahman / 01 -23 December, 2023
Kalakendra, 9/4, Block-D, Lalmatia, Dhaka 1207, Bangladesh

Special thanks: Lala Rukh Selim, Javed Jalil, Sharmillie Rahman, Kalakendra Team (Wakilur Rahman, Amitab Sarker, Shimul Ruram, Bijoya Bhowmik, Tasmina Huda Ruba); Text: Sharmillie Rahman, Dhiman Sarkar, Murshed Jahangir
Photographer: Amitab Sarker; Graphics: Bijoya Bhowmik; Printing: Color Graphic, Dhaka.
Catalog design and Published by © Kalakendra, December 2023, Kalakendra, 9/4, Block-D, Lalmatia, Dhaka 1207, Bangladesh

info@kalakendrabd.com; kalakendrabd@gmail.com; www.kalakendrabd.com
facebook.com/kalakendrabd; instagram.com/kalakendrabd; youtube.com/c/kalakendrabd.

